আজকের কাগজ
71
তারিখ 09 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দিল্লীর শিক্ষকদের অর্ধনগ্ন মিছিল

খবরে প্রকাশ বকেয়া বেতন ভাতা আদায়ের দাবিতে সম্প্রতি দিল্লীর রাজপথে প্রায় হাজার খানেক শিক্ষক অর্ধনগ্ন অবস্থায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। এই শিক্ষকরা দিল্লীতে গিয়েছিলেন বিহার প্রদেশ থেকে। সংবাদ অনুসারে এসব বিহারী শিক্ষক দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে জাঙ্গিয়া, সামান্য খদ্দর অথবা একটুকরা চামড়া দিয়ে শরীরের বিশেষ অংশ আবৃত করে ভারতের রাজধানীতে লোকসভা এবং রাষ্ট্রপতির ভবনের দিকে যাবার চেষ্টা করেন। তবে পুলিশ তাদের গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যেতে দেয়নি ফলে ভারতের রাজধানী দিল্লীর রাজপথেই বিহারী শিক্ষকদের ওই অভিনব অর্ধনগ্ন প্রদর্শনী সমাপ্ত হয়। সম্ভবত ওই মিছিলে শুধু পুরুষ শিক্ষকরাই ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রনিক মাধ্যম দূরদর্শন সংবাদে ওই অবিস্মরণীয় দৃশ্যের সচিত্র প্রতিবেদন প্রদর্শিত হয়নি। এ ঘটনা যদি পাশ্চাত্যের কোনো রাজধানীতে ঘটতো তাহলে মিডিয়াগুলো তা লুফে নিতো। কারণ অর্ধনগ্ন কেনো নগ্ন মিছিল প্রদর্শনেও তাদের কোনো অরুচি নেই। ভারতের রাজধানী দিল্লীর রাজপথ জনপথে মহান শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হতভাগ্যদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সংবাদ পাঠ আমাদের মনে পড়ে গেলো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাজপথে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক—শিক্ষিকাদের একটি শোক শোভাযাত্রার দৃশ্য। তখন খালেদা জিয়ার রাজত্বকাল, একদিন সন্ধ্যায় প্রকাশ্য রাজপথে নৃশংসভাবে খুন হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তরুণ সম্ভাবনাময় শিক্ষক নুবান আহমদ। এই হত্যাকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু খালেদা সরকারের লৌহকঠিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী অবিচল। অনেক দাবি দাওয়া সত্ত্বেও নুবান হত্যার জন্যে দায়ী খুনি ধরা পড়ে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক—শিক্ষিকারা শেষ চেষ্টা স্বরূপ একদিন সকালে কালো ব্যাজ লাগিয়ে মৌন মিছিল সহযোগে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের দিকে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষক হত্যার বিচারের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করার জন্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক—শিক্ষিকাদের মৌন শোক মিছিলটি বাংলা মটর পর্যন্ত যেতে পেরেছিলো তারপর তাদের থামিয়ে দেয় মোতায়েন পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বোধ হয় আশা করেছিলেন, যে খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্যে তারা নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে নেমেছিলেন সেই খালেদা জিয়া প্রধামন্ত্রীর সচিবালয়ের প্রবেশ পথে তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে বসাবেন। তাদের কথা শুনবেন, স্মারকলিপি গ্রহণ করবেন এবং চা—পানি দিয়ে আপ্যায়ন করবেন। তাদের বাংলা মোটরের কাছে আপ্যায়ন করে সশস্ত্র পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী। কিছুকাল পরেই আবার শুরু হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্যে শেখ হাসিনার অসহযোগ আন্দোলন। সেবারে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দুজনই, তাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ ছিলেন রাজপথে। এবারে আন্দোলন চলে শেখ হাসিনার একক নেতৃত্বে, এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ তার সঙ্গে ছিলেন শুধু মতবিনিময় সভাতে নয়, রাজপথে, শহীদ মিনারে এবং জনতার মঞ্চে। বস্তুত এবারের আন্দোলন ছাত্র সমাজের তেমন অংশ গ্রহণ ছাড়াই সফল হয় বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন দুই মাসের ওপর কিন্তু হতভাগ্য নুবান আহমদের কথা কারও মনে পড়েনি। নুবান আহমদের হত্যাকারীকে ধরার কোনো উদ্যোগ নেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজও সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে এতোই ব্যাপৃত যে এখন পর্যন্ত নুবান হত্যার দাবি জানানোর কথাও তাদের মনে হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ নুবান হত্যার বিচার না হওয়ায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত বাংলা একাডেমীতে আগমন থেকে বিরত থাকার জন্যে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অনুরোধ জানিয়েছিলো। ওই আবেদনের জবাবে জগন্নাথ হলের সংখ্যালঘু ছাত্রদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয় একাত্তরের পঁচিশে মার্চের স্টাইলে আর খালেদা জিয়াকে যথারীতি বাংলা একাডেমীতে অভ্যর্থনা জানানো হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বাংলা একাডেমী আয়োজিত একুশের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে সমিতির সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানায়। ফলে বাংলা একাডেমীর ইতিহাসে এই প্রথম অমর একুশে অনুষ্ঠানমালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অংশ গ্রহণ করেননি, প্রতিশোধমূলকভাবে বাংলা একাডেমী ওই সব শিক্ষকদের কালো তালিকাভুক্ত করে অলিখিতভাবে। বেগম খালেদা জিয়ার পতন হলেও ওই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, যে নুবান আহমদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে এতো সব ঘটনা সে হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও হয়নি, এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।